মহিলারা নামাজ পড়বে কোথায়

মহিলারা নামাজ পড়বে কোথায়

মাওলানা আতাউল কারীম মাকসুদ

মাকতাবাতুল হাসান

মহিলারা নামাজ পড়বে কোথায়
মাওলানা আতাউল কারীম মাকসুদ
প্রথম সংস্করণ : অক্টোবর ২০১৮
গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত
মাকতাবাতুল হাসানের পক্ষে প্রকাশক মুহাম্মদ রাকিবুল হাসান খান কর্তৃক প্রকাশিত ও শাহরিয়ার প্রিন্টার্স, ৪/১ পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

প্রকাশক
মাকতাবাতুল হাসান
প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
মাদানীনগর মাদরাসা রোড, চিটাগাং রোড, নারায়ণগঞ্জ।
✆ ০১৭৮৭০০৭০৩০

প্রচ্ছদ : হাবীব খান
বর্ণসজ্জা : মুহিব্বুল্লাহ মামুন

ISBN : 978-984-8012-08-6

মূল্য : ১০০/- টাকা মাত্র

Mohilara Namaj Porbe Kothay?
by Mowlana Ataul Karim Maksud
Published by : Maktabatul Hasan. Bangladesh
E-mail : rakib1203@gmail.com
Facebook/maktabahasan

ন জ রা না

আম্মাকে...

আব্বাজান রাহিমাহুল্লাহু তাআলা চলে যাওয়ার পর যিনি বলেছেন–

“এ কথা ভাববানা যে আব্বা চলে গেছেন দেখে তোমার জন্য দোয়া করার কেউ নাই। আমি আছি তোমার দোয়ার জন্য।”

হে আল্লাহ, তুমিও থেকো তার জন্য ইহকালে ও পরকালে। আমিন।

©
প্রকাশক

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ে প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্যসংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন আইনী দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

সূ চি প ত্র

বিষয় **পৃষ্ঠা**

লেখকের কথা ৯
নামাজ দাসত্বের স্বীকৃতি ১১
জামাতে নামাজ ঈর্ষণীয় প্রতিদান.......... ১২
মহিলাদের নামাজের স্থান ১৫
কুরআনুল কারিম.......... ১৫
হাদিস শরিফ ১৯
কুরআন অনুধাবনের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় ২০
একটি নিবেদন ২২
শর্তসম্বলিত হাদিস সমূহ ২৬
প্রথম শর্ত : স্বামীর অনুমতি.......... ২৬
দ্বিতীয় শর্ত : দিনের বেলায় মসজিদে যাবে না ৩০
তৃতীয় শর্ত : পর্দা.......... ৩১
চতুর্থ শর্ত : সুগন্ধি ব্যবহার না করা ৩২
পঞ্চম শর্ত : সাজসজ্জা নিষিদ্ধ ৩৫
ষষ্ঠ শর্ত : পুরুষদের থেকে দূরবর্তী হয়ে চলা ৩৬
ঘরে নামাজ ৪৫
যুক্তি কী বলে?.......... ৪৮
জানতে হবে ৫০
নিষিদ্ধতা সম্বলিত যে সকল হাদিস.......... ৫২
সন্দেহের নিরসন.......... ৬৪
দৃষ্টি আকর্ষণ.......... ৬৯
পরিশিষ্ট.......... ৭১

লে খ কে র ক থা

কেন এই প্রয়াস?

কিতাবের শুরুতে কিছু কথা লেখার দায় থাকে লেখকের কাঁধে। সেটা দিয়ে পাঠকের কিতাব সংক্রান্ত ন্যূনতম ধারণা তৈরি হয়। একজন লেখক বহু পরিশ্রম পুড়িয়ে একটি কিতাব পাঠকের সামনে এনে ধরেন। সেই সূত্রে পাঠকেরও অনেক আগ্রহ ও মমতাবোধ থাকে কিতাবের প্রতি। তাই বক্ষ্যমাণ কিতাবটি আমি কেন করলাম সেটা একটা গুরুত্ববহ প্রশ্ন হিসেবে দাঁড়ায়।

প্রিয় পাঠক! ধর্মের ভেতর এখন অসংখ্য ঘুণপোকার দখল। বাইরের চোখ ফাঁকি দিয়ে কী নিপুণভাবে ভেতরের জৌলুস কেটে কেটে অসার করে তুলছে আমাদের ধর্মবোধকে। তা দেখলে ভড়কে যেতেই হয়। বাইরের শত্রুদের আশঙ্কাও এখন প্রবল। তাই একচোখা হয়ে বাইরে থাকা যায় না। ভেতরটাকেও আরেকটু ঝালাই-পালাই করে নিতে হয়। এই অন্তর্ঝালাইয়ের দায় আমাদের ওপর যেহেতু তাই এই বই। ইসলামকে নিয়ে বাইরের শত্রুরা তাদের নীল নকশা বাস্তবায়নে সহযোগিতা নিয়েছে কিছু অপরিণামদর্শী বন্ধুমহলের। অপরিপক্ব কিছু সাধারণ মুসলমানের। সেখান থেকে এই দায়বোধকে আরও তীব্র করে তোলে আমাদের পারস্পরিক কল্যাণকামিতা।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

الدين النصيحة

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো সেই সম্পর্ক ও বন্ধন আমাদের ভেতর স্থাপন করে গেছেন।

বইটির আলোচিত বিষয়টি তাদের কবলে আক্রান্ত বেশ কিছু দিন থেকে। সাধারণ মুসলমানদেরকে বিভ্রান্তকরণে ঢাল হিসেবে তাকে ব্যবহার করেন। আমাদের 'সুন্নাহসম্মত' আমলকে 'সুন্নাহবিরোধী' বলে অপপ্রচার!

প্রায় দেড়শতক ধরে চলছে তাদের মিশন। বিভ্রান্তির শিকার হয়ে গেছেন অনেক মুসলমান মা-বোনেরা। উত্তরবঙ্গের অবস্থা নাজেহাল! ঢাকা শহরেও দেখা যায় পুরুষের সাথে পাল্লা দিয়ে মহিলারা মসজিদে গমন করছেন স্বগর্বে। আমরা ভুলিনি

উত্তরবঙ্গ হতে প্রচারিত সেই ঘোষণা 'মহিলা ইমাম নিয়োগ দেওয়ায় মুসল্লি সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে'।

তারা এগিয়ে গেছেন এত দূর! ইসলামপ্রিয় মুসলমানের বাংলাদেশে তারা ছড়িয়ে দিচ্ছেন তাদের চক্রান্তের জাল। তাই উম্মতে মুসলিমার সহিহ অবস্থান জানাতে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। আল্লাহ তাআলা কবুল করুন।

প্রিয় সুধী! বইটির প্রকাশনা ও সংশ্লিষ্ট সকল কাজে যারা যেভাবে সহায়তা করেছেন সকলকে আল্লাহ তাআলা উত্তম বিনিময় দান করুন। লেখক ও পাঠকের জন্য বইটি দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ নিয়ে আসুক। আমিন! ইয়া রাব্বাল আলামিন!

আতাউল কারীম মাকসুদ
১৭/৫/১৪৩৯ হিজরি

নামাজ : দাসত্বের স্বীকৃতি

আল্লাহ তাআলা আমাদের সৃষ্টিকর্তা। লালনপালনকারী। স্বভাবগতভাবে তাই আমাদের কাছে তার কিছু পাওনা রয়েছে। তার পাওনাগুলো যথাক্রমে ঈমানিয়্যাত ও আমালিয়্যাতে বিভক্ত। তার অস্তিত্বে বিশ্বাসী হওয়ার নাম 'ঈমান'। আর তিনি যেসব হুকুম-আহকাম প্রদান করেছেন তা মেনে চলা 'ইবাদত'। তার হুকুম-আহকাম জানার মাধ্যম হলো 'ওহি'। বড় মেহেরবানিপূর্বক 'ওহি' মারফত তিনি এসব আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। যার কাছে জানিয়েছেন তিনি হলেন রাসুল। আল্লাহ তাআলার হুকুম আহকাম নবীর বলে দেওয়া পথে আদায় করতে হয়। পরিভাষায় নবীর বাতানো এই পথকেই 'সুন্নাহ' বলা হয়। ওহি মারফত বিভিন্ন নির্দেশ জারি করে আল্লাহ তাআলা তার রাসুলের পদ্ধতিতে পালনের নির্দেশ প্রদান করেছেন। রাসুলের তরিকা মতো না করলে পাওনা আদায়ে আমরা ত্রুটি করে বসব।

ঈমান আনার পর আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে প্রথম নির্দেশ দিয়েছেন সতর ঢেকে রাখতে। ইসলাম স্বভাবজাত ধর্ম। সুতরাং ঢেকে বা আবৃত থাকাও মানুষের স্বভাব অনুকূল। পুরুষের জন্য নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত। আর মহিলাদের জন্য পুরো শরীর। প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া মাত্রই সতর ঢাকা ফরজ। কোনো অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করার সাথে সাথে সতর ঢেকে ফেলা ফরজ।

সতর ঢাকার পর নামাজ আদায় করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের এগারোতম বছরে মেরাজের রজনীতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করা হয়।

কুরআনুল কারিমে বহুবার আল্লাহ তাআলা নামাজ আদায়ের হুকুম প্রদান করেছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও উম্মতকে নামাজের প্রতি কঠোর নির্দেশ ও গুরুত্বারোপ করে গেছেন। নামাজ আদায় না করার ক্ষতি ও শাস্তি সম্পর্কে সাবধান করেছেন।

তাই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশিত পন্থায় নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করলেই আমাদের ঈমান সহিহ সালামত থাকবে। অন্যথা সৃষ্টিকর্তার পাওনা আদায়ে আমরা অবহেলাকারী হিসেবে গণ্য হবে।

জামাতে নামাজ ঈর্ষণীয় প্রতিদান

পূর্ববর্তী উম্মতের নামাজ আদায় করার নির্ধারিত স্থান ছিল। অন্যস্থানে নামাজ আদায় করলে নামাজ বিশুদ্ধ বিবেচিত হতো না। নির্ধারিত স্থানে নামাজ আদায় করলেই সেই নামাজ বিশুদ্ধ হতো ও আল্লাহ তাআলার দরবারে গৃহীত হতো।

নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে এই সংকীর্ণতা থেকে আমরা মুক্তি পেয়েছি। **جعلت لي الارض كلها مسجدا** 'পুরো জমিনকে আমার জন্য বানিয়ে দেওয়া হয়েছে মসজিদ'–বলে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা করেছেন।[১]

পৃথিবীর যে কোনো পবিত্রস্থানে নামাজ আদায় করলে তা বিশুদ্ধ ও আল্লাহ তাআলার কাছে গৃহীত হবে। তবে মসজিদে গিয়ে জামাতে নামাজ আদায়ে রয়েছে এক বিশেষ গুরুত্ব। প্রিয় রাসুল হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন হাদিসে তা তুলে ধরেছেন। তার অনুভব অনুভূতিকেই ফুটিয়ে তোলার প্রাণান্তকর চেষ্টা করেছেন হাদিসের সংকলক মুহাদ্দিসিনে কেরাম। তারই ধারাবাহিকতায় হাদিসের কিতাবসমূহের 'সুনান' শীর্ষক কিতাব উল্টিয়ে দেখলে প্রথম দিকেই 'كتاب الصلوة' তথা নামাজের অধ্যায় নামক শিরোনাম চোখে পড়ে।

আর 'باب الجماعة' জামাতের অধ্যায় স্থান পেয়ে যায় কিতাবুস সালাত অধ্যায়ে। তারই কিয়দাংশ উল্লেখ করছি–

صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِيْ سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ ضِعْفًا وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلْ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلَاةَ».

---

[১] সুনানুত তিরমিজি : ১/১৯৮

অর্থ– "ঘরে বা বাজারে নামাজ আদায় না করে মসজিদে জামাতের সাথে নামাজ আদায় করলে পঁচিশ গুণ বেশি প্রতিদান দেওয়া হয়। সুন্দরভাবে অজু করে কেবলই নামাজের নিয়তে বাসা থেকে বের হলে প্রতিটি কদমে জান্নাতে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয় এবং তার গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। নামাজ আদায়ের স্থানে বসে থাকা পর্যন্ত ফেরেশতারা তার জন্য দুআ করে বলতে থাকেন–

"হে আল্লাহ, তার ওপর শান্তি বর্ষণ করুন। আপনার দয়ার চাদরে তাকে আবৃত করুন। নামাজের অপেক্ষারত মুহূর্তকে নামাজের সমান প্রতিদান দেওয়া হবে।" [২]

২. রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরেক হাদিস–

من حين يخرج أحدكم من منزله إلى مسجدي فرجل تكتب له حسنة ورجل تحط عنه سيئة حتى يرجع.

অর্থ– ঘর থেকে বের হয়ে আমার মসজিদে আসা পর্যন্ত প্রতিটি কদমে তাকে পুণ্য দেওয়া হয়, অপর কদমে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয় বাসায় ফিরে যাওয়া পর্যন্ত।[৩]

এ সংক্রান্ত বহু হাদিস কিতাবে বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত হয়েছে। মসজিদে আগমনে প্রতিটি কদমে প্রতিদান প্রাপ্ত হওয়ার কথা জানতে পেরে স্বয়ং রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে আসার পথে ঘনঘন পা ফেলতেন। হজরত যায়েদ ইবনে সাবিত রাজিয়াল্লাহু আনহু. থেকে বর্ণিত হাদিস,

كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه و سلم ونحن نريد الصلاة فكان يقارب الخطا فقال : " أتدرون لم أقارب الخطا ؟ " قلت : الله ورسوله أعلم قال : لا يزال العبد في الصلاة ما دام في طلب الصلاة .

অর্থ– নামাজে যাওয়ার পথে রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পেছনে চলতাম। পা ফেলতেন তিনি ঘন ঘন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি জানো, আমি কেন

[২] সহিহ বুখারি : ১/১৩১ হাদিস নং : ৬৪৭, সহিহ মুসলিম হাদিস নং: ৬৪৯, সুনানে আবু দাউদ হাদিস নং : ৫৫৯, সুনানে তিরমিজি ৬৩, মুয়াত্তা ইমাম মালেক : ১/৩৩

[৩] সুনানে নাসাঈ : ২/৪২ সহিহ ইবনে হিব্বান : ৪/৫০৩ হাদিস নং : ১৬২২

ঘনঘন পা ফেলি? আমি বললাম, আল্লাহ তাআলা ও তার রাসুল ভালো জানেন। রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'নামাজের জন্যে অপেক্ষারত ব্যক্তি নামাজেরই সওয়াব পায়।'[৪]

৩. রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন–

من غدا الى المسجد او راح اعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا او راح.

অর্থ– সকাল-সন্ধ্যা মসজিদে গমনকারী ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তাআলা জান্নাতে বিশেষ প্রাসাদ তৈরি করে রাখবেন। [৫]

৪. রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامة.

অর্থ– অন্ধকারে মসজিদে গমনকারী ব্যক্তির জন্য রোজ হাশরে পরিপূর্ণ আলোতে চলার সুসংবাদ দাও। [৬]

৫. পৃথিবীর সর্বোত্তম স্থান ঘোষিত হয়েছে মসজিদ। সে সম্পর্কে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

احب البلاد إلى الله مساجدها وابغض البلاد إلى الله اسواقها.

অর্থ– আল্লাহ তাআলার নিকট সর্বাধিক প্রিয় স্থান মসজিদ আর সর্বাধিক নিকৃষ্ট স্থান বাজার। [৭]

জামাতে নামাজ আদায়কারীর ফজিলত বর্ণিত হওয়ার পাশাপাশি জামাত তরককারীর জন্যও বর্ণিত হয়েছে কঠোর শাস্তির বিবরণ। মানবতা ও দয়ার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন শক্ত কথা তার উম্মতের জন্য আর বলেননি।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ« وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ.

[৪] আল মু'জামুল কাবির, সূত্র : মাজমাউজ জাওয়ায়েদ : ২/১৫১ হাদিস নং : ২০৯২

[৫] সহিহ বুখারি হাদিস নং : ৬৬২, সহিহ মুসলিম : ৬৬৯

[৬] সুনানে আবু দাউদ হাদিস নং : ৫৬১, সুনানে তিরমিজি হাদিস নং : ২২৩

[৭] সহিহ মুসলিম হাদিস নং : ৬৭১

অর্থ– আল্লাহ তাআলার শপথ! আমার ইচ্ছা হয় জঙ্গল থেকে লাকড়ি কেটে আনার হুকুম প্রদান করি এবং মসজিদে আজানের হুকুম দিই। আর একজনকে ইমামতি করতে নির্দেশ দিই, আজান শ্রবণ করে যারা মসজিদে আসেনি আমি কিছু লোকদেরকে নিয়ে গিয়ে তাদের ঘরবাড়ি ছারখার করে দিই।[৮]

একটু চিন্তা করে দেখুন! কত ভয়ংকর কথা ঘোষিত হচ্ছে দয়ার আধার হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র জবানে!
তাই আমাদেরকে আল্লাহ তাআলার দাসত্বের পরিচয় দিতে জামাতে নামাজ আদায়ে সচেষ্ট হতে হবে। আল্লাহ তাআলার তাওফিক প্রার্থনা করি।

মহিলাদের নামাজের স্থান

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পুরুষ এবং নারীর ওপর সমানভাবে ফরজ করা হলেও একটি স্থানে ব্যতিক্রম করে দেওয়া হয়েছে। কুরআন ও হাদিসে পুরুষদেরকে মসজিদে নামাজ আদায় করতে বলা হয়েছে। কিন্তু নারীদেরকে বলা হয়েছে, ঘরে নামাজ আদায় করার জন্য। হাদিস শরিফে ঘরকেই তাদের জন্য নামাজের উত্তম স্থান ঘোষণা করা হয়েছে। সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মুসলিম নারীগণ নামাজ আদায় করছেন তাদের গৃহে বসেই। কিন্তু বর্তমান কিছু বন্ধুরা জোরেশোরে প্রচার করছেন পুরুষের ন্যায় মহিলাকেও মসজিদে যেতে হবে। তাই আমরা কুরআন সুন্নাহর নিক্তিতে মেপে দেখতে চাই তাদের এ মতের বাস্তবতা।

কুরআনুল কারিম

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সংবিধান কুরআনুল কারিম দিয়ে শুরু করছি ধারাবাহিক আলোচনা।
পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ
رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ﴾

অর্থ– আল্লাহ তাআলা যে ঘরগুলোকে উচ্চ মর্যাদা দিতে এবং তাতে তার নাম উচ্চারণ করতে আদেশ করেছেন, তাতে সকাল-সন্ধ্যায় তাসবিহ পাঠ করে–এমন পুরুষ, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বেচাকেনা কোনোদিন আল্লাহ

[৮] সহিহ বুখারি হাদিস নং : ৬৪৪, সহিহ মুসলিম : ১৪৮১, মুসনাদে আহমাদ হাদিস নং : ৭৩২৮

তাআলার স্মরণ, নামাজ কায়েম ও জাকাত আদায় থেকে গাফেল করতে পারে না।[৯]

কুরআনে কারিমের এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা কেবল পুরুষের কথা আলোচনা করেছেন।
আয়াতের ব্যাখ্যায় শীর্ষ মুফাসসিরিনে কেরামের মতামত হলো–

১. আবু মুহাম্মদ হুসাইন বিন মাসউদ আল বাগাবি রাহিমাহুল্লাহু তাআলা বলেন,

خص الرجال بالذكر في هذه المساجد لانه ليس على النساء جمعة ولا جماعة في المسجد.

অর্থ– আয়াতে কেবল পুরুষের কথা বলা হয়েছে, কারণ মহিলাদের জন্য মসজিদে গিয়ে জুমুআর নামাজ ও জামাতে নামাজ আদায় করার বিধান নেই।[১০]

২. বিশ্ববিখ্যাত মুফাসসিরে কুরআন হাফেজ ইবনে কাছির রাহিমাহুল্লাহু তাআলা বলেন,

وأما النساء فصلاتهن في بيوتهن أفضل لهن لما رواه أبو داود عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها.

অর্থ– মহিলাদের জন্য ঘরে নামাজ আদায় করা উত্তম। কেননা সুনানে আবু দাউদে হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাজিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, আপন কামরায় নামাজ আদায় করা তার বাসার অন্য কোনো কামরায় নামাজ আদায় করা থেকে উত্তম, আর তার কামরায় নামাজ আদায় করা থেকে অন্দর মহলে নামাজ আদায় করা উত্তম।[১১]

[৯] সুরা নুর আয়াত নং : ৩৬
[১০] মাআলিমুত তানজিল : ৬/৫১
[১১] তাফসিরে ইবনে কাসির : ৬/৬৭